মানবাধিকার সবার জন্য
সবখানে সমানভাবে

ঢাকা
জানুয়ারি-জুন ২০২১
সংখ্যা ০৮

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বাংলাদেশ

নিউজলেটার

এই সংখ্যায় যা থাকছে

উল্লেখযোগ্য সভা/সেমিনার ০১
কমিশনের কিছু সফল কেস স্টাডি ০৫
উল্লেখযোগ্য স্বতঃপ্রণোদিত অভিযোগসমূহ ০৭
অভিযোগের পরিসংখ্যান ১৬

"বঙ্গবন্ধু ও মানবাধিকার" শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

এ বছর ০৯ই ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ "বঙ্গবন্ধু ও মানবাধিকার" শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনলাইনে অনুষ্ঠিত উক্ত আয়োজনে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক। সভাপতিত্ব করেন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম, এনডিসি। সভায় বক্তব্য রাখেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদযাপনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আয়োজনে মাঠ প্রশাসনের সহায়তায় মানবাধিকার দিবসে দেশব্যাপী "বঙ্গবন্ধু ও মানবাধিকার" শিরোনামে নবম-দ্বাদশ ও সমমান শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে অনলাইন রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত ব্যাপক প্রচারের স্বার্থে বিটিভিসহ বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে এবিষয়ক টিভিসি প্রচারিত হয় এবং বহুল প্রচারিত পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ০৮ বিভাগের বিভাগীয় কমিশনারদের সাথে দফায় দফায় আলোচনা করেন এবং রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজনে তাদেরকে সার্বিক দিক- নির্দেশনা প্রদান করেন।

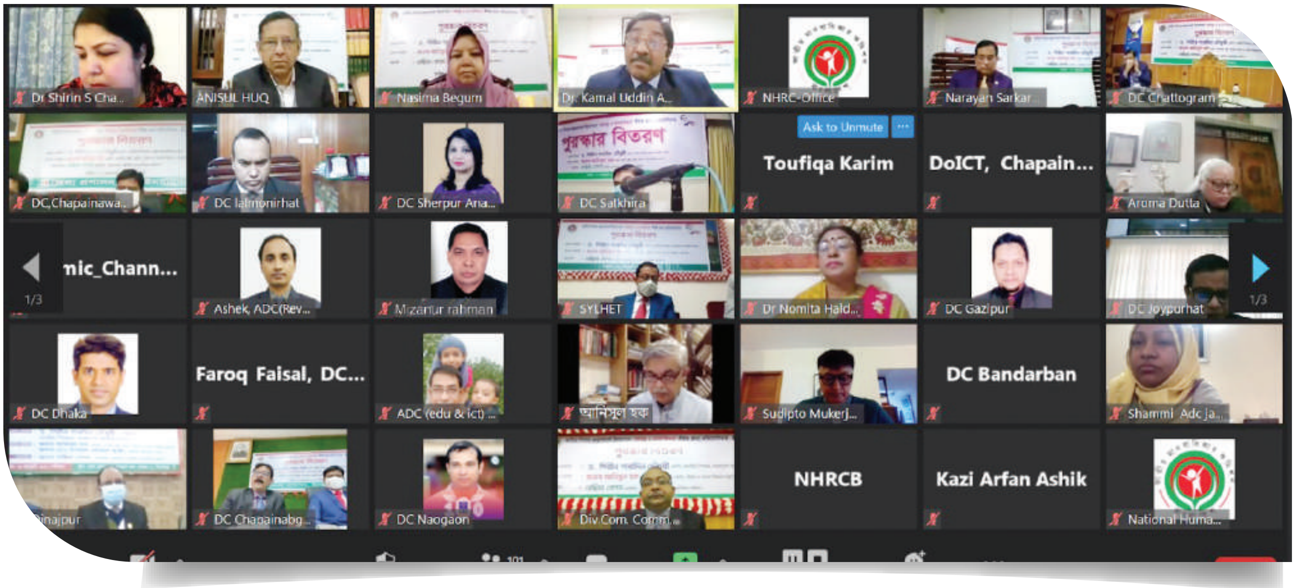

প্রতিযোগিতায় বায়ান্ন হাজারের বেশি শিক্ষার্থী অংশ নেয়। বাছাইকৃত ১০০টি রচনার লেখকের মধ্যে অনলাইনে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় বিচারক ছিলেন কমিশনের চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম এনডিসি, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক জনাব হাবিবুল্লাহ সিরাজী, কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, লেখক আনিসুল হক এবং কমিশনের সচিব নারায়ন চন্দ্র সরকার।

কমিশনের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ন্যাশনাল ইনকোয়ারি কমিটি গঠন

২০২১ সালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ৯০তম সভায় জাতীয় তদন্ত কমিটি (এনআইসি) গঠন করা হয়। পদ্ধতিগত মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে অনুসন্ধান, যেখানে সর্বসাধারণকে প্রকাশ্য প্রমাণ ও লিখিত বিবরণসহ অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয়। সমীক্ষা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ও সুপারিশ সংবলিত প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। বিভিন্ন দেশের জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী বিবেচনা করে ন্যাশনাল ইনকোয়ারি প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, সামোয়া এবং এশিয়া প্যাসিফিক ফোরামের প্রতিনিধিদের সাথে ন্যাশনাল ইনকোয়ারি কমিটির সভা

ন্যাশনাল ইনকোয়ারির উদ্দেশ্য হল-

- পদ্ধতিগত মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে ধর্ষণের ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করে নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতার বিষয়ে তদন্ত ও অনুসন্ধান চালানোর মাধ্যমে এর কারণ, ধরন, চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং মোকাবিলায় পদক্ষেপ নেয়ার সুপারিশ করা।
- ধর্ষণ সম্পর্কিত আইন, কার্যক্রম ও নীতিমালার পর্যাপ্ততা এবং এক্ষেত্রে কোনো ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন আছে কিনা-তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা।
- নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতার প্রভাব বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা, বিশেষ করে ভুক্তভোগী, তাদের আত্মীয় স্বজন এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের ওপর ধর্ষণের ঘটনার প্রভাব, সহায়তা এবং ন্যায়বিচার ও প্রতিকার পেতে ভুক্তভোগীরা কী ধরনের বাধার সম্মুখীন হয় তা খতিয়ে দেখা।
- অধিকারের বিষয়ে দাবি জানাতে ভুক্তভোগী, তাদের পরিবার এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নে ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করা।
- বাংলাদেশে নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতার প্রকৃতি ও মাত্রা বিষয়ে গণ সচেতনতা, প্রচারাভিযান এবং বোধগম্যতা বৃদ্ধি করা।
- সুপারিশসহ একটি গণ প্রতিবেদন প্রকাশ করা (মানবাধিকার কাঠামো ব্যবহার করে)।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সম্মানিত সদস্য জেসমিন আরা বেগমের নেতৃত্বে ১১ জন সদস্য সমন্বয়ে জাতীয় ইনকোয়ারি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ন্যাশনাল ইনকোয়ারির পথনির্দেশনা দিবে এবং ইনকোয়ারি শেষে কমিশনের সাথে যৌথভাব একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সুপারিশ প্রদান এবং তা ব্যাপকভাবে বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত কমিটি সরকারি, বেসরকারী, নাগরিক সমাজ এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি, সিভিল সার্ভিস ওমেন নেটওয়ার্ক, উইমেন জাজেজ নেটওয়ার্ক এবং পুলিশ ওমেন নেটওয়ার্ক, সকল জেলার জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও সিভিল সার্জন, সিলেট সেন্ট্রাল জেল ও সুনামগঞ্জ জেলা কারাগারে সাজাপ্রাপ্ত কয়েদী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এবং জেলাজজ, চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারকসহ সংশ্লিষ্টদের সাথে একাধিক সভা/গণশুনানি সম্পন্ন করেছে।

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ রোধে করণীয় নির্ধারণ বিষয়ক ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভা

গত ১৯ জুন ২০২১ তারিখ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের জাতীয় ইনকোয়ারি কমিটি নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ রোধে করণীয় নির্ধারণ বিষয়ক ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। সভায় ৬৪ জেলার জেলা ও দায়রা জজ, সকল নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক এবং চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটগণসহ মোট ২৪৯ জন অংশগ্রহণ করেন। সভায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি জনাব সৈয়দ মাহমুদ হোসেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন নাছিমা বেগম এনডিসি, মাননীয় চেয়ারম্যান, জাতীয়

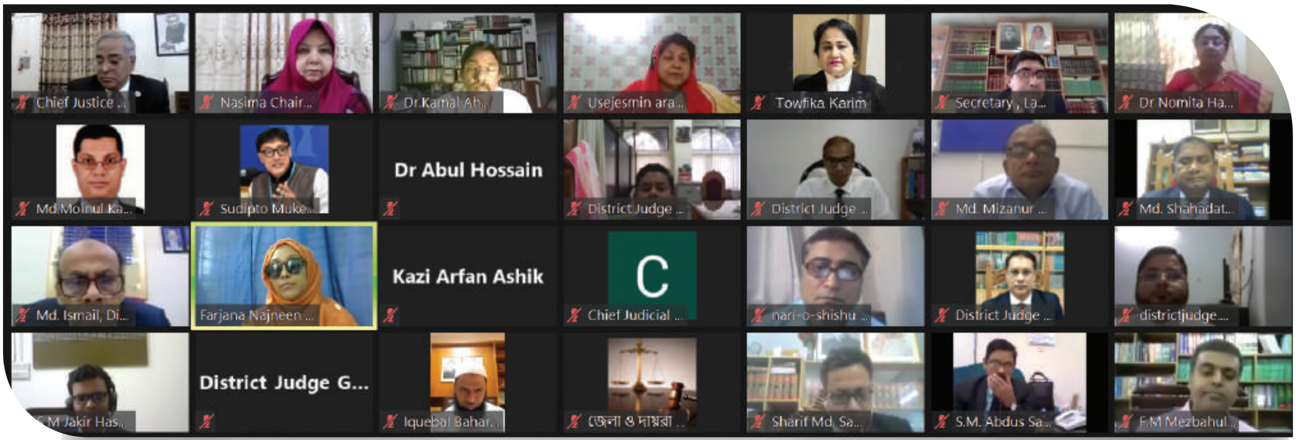

মানবাধিকার কমিশন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, সার্বক্ষণিক সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, জনাব মোঃ মইনুল কবির, সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এবং জনাব মোঃ গোলাম সারওয়ার, সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সুদীপ্ত মুখার্জি, আবাসিক প্রতিনিধি, ইউএনডিপি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় প্রধান বিচারপতি নারী ও শিশু ধর্ষণ ও নির্যাতন সংশ্লিষ্ট বিচার দ্রুত ও সঠিকভাবে নিস্পত্তির লক্ষ্যে বিজ্ঞ বিচারকদের মূল্যবান দিক- নির্দেশনা দেন। তিনি বলেন, "ধর্ষণ একটি জঘন্য অপরাধ। ধর্ষণের শিকার নারী বা শিশুর সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য হলেই ধর্ষককে শাস্তি দেওয়া যায়। এসকল মামলার দ্রুত বিচারের লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আমি আশা করব, ধর্ষণের মামলা পরিচালনাকালে কারও দ্বারা আদালত প্রভাবিত হবে না। তিনি আরো বলেন, "বিচারহীনতা/ বিচারে বিলম্বের অভিযোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। রায় প্রদানে কালক্ষেপণ করা কাম্য নয়। প্রয়োজনে ভুক্তভোগীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, নিরপরাধ ব্যক্তি যাতে সাজা না পায় আর অপরাধী যাতে নিস্তার না পায়"

মাননীয় চেয়ারম্যান ধর্ষণ মামলার শাস্তি দ্রুত কার্যকর করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমরা নুসরাত হত্যা মামলার দ্রুত রায় দেখেছি যা প্রশংসনীয়। কিন্তু রায় এখনো কার্যকর হয়নি। সকল ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন মামলার দ্রুত রায় এবং রায় কার্যকর হলে এধরণের জঘন্য অপরাধ কমে আসবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। পাশাপাশি, বিভিন্ন মহলের মধ্যে ধর্ষক ও ভুক্তভোগীর বিয়ে সম্পর্কিত আদালতের নির্দেশের সমালোচনা উল্লেখ করেন তিনি।

সভায় কমিটির আহবায়ক জেসমিন আরা বেগম স্বাগত বক্তব্যে কমিটির কার্যক্রম এবং বিচারকদের কাছে তার প্রত্যাশার বিষয়গুলো উপস্থাপন করেন। বিজ্ঞ বিচারকগণ নারী ও শিশু ধর্ষণ ও নির্যাতন কমিয়ে আনার লক্ষ্যে করণীয় সম্পর্কে তাদের মতামত এবং এসকল মামলার বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তুলে ধরেন।

এনএইচআরসি ও ব্র্যাক এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষায় একসঙ্গে কাজ করার লক্ষ্যে ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং ব্র্যাকের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। উক্ত সমঝোতা চুক্তির আওতায় কমিশন এবং ব্র্যাক প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের জন্য গনপরিবহন, অবকাঠামোগুলো অধিকতর প্রবেশগম্য করার জন্য একযোগে কাজ করবে। কমিশনের পক্ষে সচিব জনাব নারায়ণ চন্দ্র সরকার এবং ব্র্যাকের পক্ষে নির্বাহী পরিচালক জনাব আসিফ সালেহ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

প্রবীণ অধিকার বিষয়ক কমিটির সভা

গত ০৮ এপ্রিল ২০২১ তারিখ কমিশনের প্রবীণ অধিকার বিষয়ক থিমেটিক কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ এর ফলে পুরো বিশ্বব্যবস্থা সংকটে রয়েছে। বিশেষত প্রবীণ জনগোষ্ঠি রয়েছে ঝুঁকিতে। কমিশনের প্রবীণ অধিকার বিষয়ক কমিটি প্রবীণ জনগোষ্ঠির মানবাধিকার সুরক্ষায় কাজ করতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন কমিশনের চেয়ারম্যান ও উক্ত কমিটির সভাপতি নাছিমা বেগম এনডিসি। সভায় করোনা অতিমারিতে প্রবীণ জনগোষ্ঠির সুরক্ষায় কোন কোন বিষয়ে প্রাধান্য দেওয়া উচিত সেসব আলোচনা করা হয়।

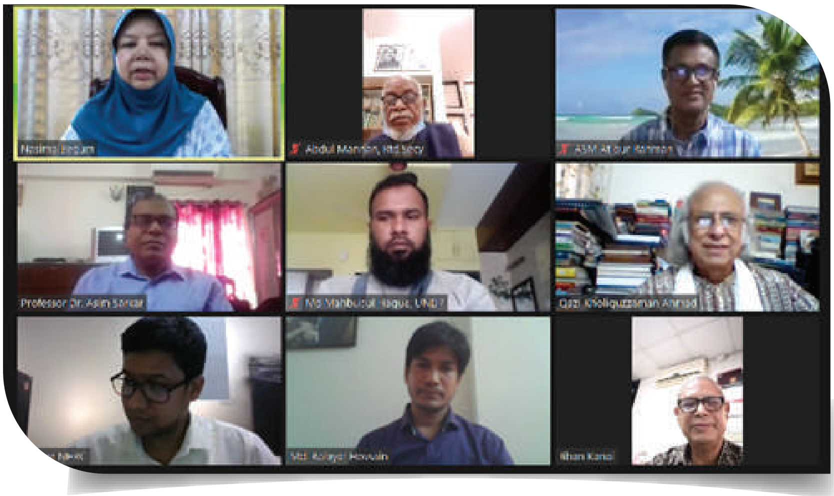

প্রবীণ অধিকার বিষয়ক থিমেটিক কমিটির প্রথম সভা

জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক থিমেটিক কমিটির সভা

গত ৩১ মে ২০২১ তারিখ কমিশনের জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক থিমেটিক কমিটির দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জলবায়ু ঝুঁকি বীমা, কৃষি ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, নির্বাচনী ইশতেহারে জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যু সংযোজন, নদী ভাঙ্গনে বাস্তুচ্যুতি ও নগরের বস্তি সমস্যাসহ বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয়ে আলোচনা ও সুপারিশ প্রস্তাব করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য ও উক্ত কমিটির সভাপতি ড. কামাল উদ্দিন।

জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক থিমেটিক কমিটির সভা

শিশু শ্রম বিষয়ক কমিটির সভা

গত ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ কমিশনের শিশু শ্রম বিষয়ক কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শিশু শ্রমের বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ করনীয় সম্পর্কে একটি ধারনাপত্র তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ও কমিটির সভাপতি নাছিমা বেগম এনডিসি মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র ও জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, শিশুদের অধিকারকে সর্বক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয়া হয়। বর্তমান কমিশন শিশুদের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উল্লেখযোগ্য কিছু সাফল্যঃ

কমিশনের পত্রের প্রেক্ষিতে ১৭টি হরিজন পরিবারের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ (অভিযোগ- ৫৬/১৯)

অভিযোগকারী বাংলাদেশ হরিজন মানবাধিকার ফাউন্ডেশন, ময়মনসিংহ হরিজন সম্প্রদায়ের পক্ষে কমিশনে অভিযোগ করেন যে, প্রায় ৭০ বছর বাপদাদার আমল হতে লাল কুঠী দরবার শরীফ চর কালিবাড়ি শম্ভুগঞ্জ ময়মনসিংহ স্থানে হরিজন সম্প্রদায় ভূমিহীন ভাবে বসবাস করছে। বেশিরভাগ লোক দিন মজুর তারা হাট বাজারে কুলির কাজ করে। কিছুদিন আগে ময়মনসিংহ সড়ক উপবিভাগ থেকে এই হরিজন সম্প্রদায়কে ওই জায়গা থেকে অন্যত্র চলে যাওয়ার জন্য উচ্ছেদের নোটিশ পাঠানো হয়েছে। তারা দিন আনে, দিন খায়। তাদের ভূমি কেনার ক্ষমতা নেই। এমতাবস্থায়, স্ত্রী, সন্তান, পরিবার পরিজন নিয়ে তাদের যাযাবরের মত ঘুরতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন যেন কেউ ভূমিহারা ও গৃহহারা না থাকে। অভিযোগকারী ভূমিহীন ও গৃহহীন জাত হরিজন সম্প্রদায়ের প্রতি মানবিক দৃষ্টি রেখে ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে জরুরী ভিত্তিতে নিরাপদ খাস ভূমিতে তাদের বন্দোবস্ত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত স্থান থেকে উচ্ছেদ আদেশ স্থগিত করার অনুরোধ করে কমিশনে আবেদন করেন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন থেকে জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহকে জরুরী ভিত্তিতে ভূমিহীন হরিজন সম্প্রদায়কে উচ্ছেদ স্থগিত করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র পাঠানোর পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক ময়মনসিংহ সম্মেলন কক্ষে জরুরী সভা আহবান করে, ১৭টি পরিবারকে ২০ শতাংশ সরকারী খাস ভূমির উপর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহন করেন।

কমিশনের হস্তক্ষেপে বকেয়া বেতনসহ দেশে ফিরিয়ে আনা হল সৌদি আরবে নির্যাতিত গৃহকর্মীকে (অভিযোগ নং-২২/২০১৯)

জনাব ইমরান (ছদ্মনাম) জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করেন যে, তিনি আর্থিক অসচ্ছলতার কারনে তার বোনকে গৃহকর্মী হিসেবে সৌদিআরব প্রেরণ করেন। তার বোন রিনি (ছদ্মনাম) রিক্রুটিং এজেন্সি মেসার্স বেঙ্গল সালফ ইন্টারন্যাশনাল (লাইসেন্স নম্বর-০১৩৭) এর মাধ্যমে গৃহকর্মীর ভিসায় গত ০৮/০২/২০১৮ তারিখে জনশক্তি ব্যুরোর ছাড়পত্র নিয়ে সৌদিআরব যায়। সৌদিআরব গমনের পর থেকেই তার উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু হয়। দীর্ঘ ৭ মাস তার খোঁজ না পেয়ে তাকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোতে অভিযোগ করেন। বর্তমানে তার বোন সৌদিআরবের তায়েফ জেলে মানবেতর জীবন যাপন করছে। রিনিকে মানবিক কারনে নিয়োগকর্তার নিকট থেকে তার ৮ মাসে বকেয়া বেতন আদায়সহ দূতাবাসের সহায়তায় তাকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য কমিশনের নিকট আবেদন করেছেন।

কমিশন এ বিষয়ে অনুসন্ধানপূর্বক ভিকটিম রিনি-কে দেশে ফেরত আনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সচিব, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়-কে পত্র প্রেরণ করে। মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মতে, গত ০১/০৫/২০১৯ তারিখ তায়েফস্থ জেল হাজতের মাধ্যমে গৃহকর্মী রিনিকে দেশে প্রেরণ করা হয়।

কমিশনের আদেশে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ (অভিযোগ নং- ৮৩/২০১৯)

বেসরকারী সংস্থা বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস্ ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে অনলাইন দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় 'ভেদরগঞ্জে ১৩ জন ছাত্রীর চুল কেটে দিলেন প্রধান শিক্ষিকা' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংবাদ প্রতিবেদন মতে 'শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ উপজেলার ডিএমখালী ইউনিয়নের উকিলকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা কবেরী গোপের বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ১৩ জন ছাত্রীর চুল কেটে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। গত ০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে চুল না বেঁধে আসার কারণে বিদ্যালয়ের প্রধান

শিক্ষিকা কবেরী গোপের নির্দেশে দফতরি জুম্মন মিয়া পঞ্চম শ্রেণির মাহিদা আক্তার, তাজরিন, নাহিদা, ফারহানা, সুমনা, সাথী, সাদিয়া আক্তারসহ ১৩ জন ছাত্রীর চুল কেটে দেন। পরে ছাত্রীদের অভিভাবকরা চুল কাটার বিষয়টি শিক্ষকদের কাছে জানতে চাইলে বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারা অভিভাবকদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছেন বলে জানা যায়’।

ব্লাস্ট এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে যথাযথ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কমিশনের নিকট অনুরোধ জানায়। অভিযোগ বিষয়ে জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মতে, অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। পরবর্তীকালে অভিযুক্ত শিক্ষককে ‘তিরস্কার’ শাস্তি প্রদান করে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হয়।

কমিশনের হস্তক্ষেপে জিপিএফ এর সঞ্চিত চাঁদা প্রাপ্তি (অভি:যা:বা: নং-ঢা.১১/১৯)

অভিযোগকারী বীরমুক্তিযোদ্ধা জনাব রহিম (ছদ্মনাম) কমিশনে অভিযোগ করেন যে, বিসিএসআইআর গবেষণাগারে টেকনিশিয়ান পদে চাকুরীরত অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের একটি ফ্লাট হতে অন্য ফ্লাটে বদলীর অপরাধে আইন সম্মত কোন সুযোগ না দিয়ে তাকে আক্রশ করে চাকুরীচ্যুত করা হয়। অতঃপর Members, Finance & Chairman, Grievance Committee, BCSIR Dhaka, তাকে চাকুরীতে পুনর্বহালের আদেশ দেন। পুনর্বহালের আশায় আশায় সিপি ফান্ডের টাকা তিনি তুলে নেননি। চাকুরীতে পুনর্বহালসহ সিপি ফান্ডের টাকা পেনশন পাওয়ার জন্য তিনি কমিশনে আবেদন করেন। কমিশন থেকে প্রেরিত পত্রের প্রেক্ষিতে বিসিএসআইআর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, ১৯৮২ সালে বিভাগীয় মামলায় চাকরি হতে বরাখাস্তকৃত জনাব রহিমকে ২৭ বৎসর পর আদালতের নির্দেশের অবর্তমানে চাকরিতে পুনর্বহালের কোন সুযোগ নেই এবং বিষয়টি কর্তৃপক্ষের আইনগত ক্ষমতার আওতা বহির্ভূত। তবে, বিসিএসআইআর কর্তৃপক্ষ জিপিএফ এর সঞ্চিত চাঁদা পরিশোধ করেছে।

কমিশনের হস্তক্ষেপে পেনশন প্রাপ্তি (অভিযোগ- ৫/২০)

জনাব নাদির (ছদ্মনাম) পেনশন বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় সকল ধরনের কাগজপত্রসহ অবসর ভাতা ও আনুতোষিক মঞ্জুরীর জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ঢাকা বরাবর আবেদন দাখিল করেন। কিন্তু দুই বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তিনি পেনশন প্রাপ্ত হননি। বর্তমানে অবসর জীবনে একজন মুক্তিযোদ্ধা প্রবীণ নাগরিক হিসেবে পরিবার পরিজনসহ বেকারত্বের কোষাঘাতে তাঁর জীবন জর্জরিত মর্মে উল্লেখ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, তাঁর চাকুরীতে কোন প্রকার অডিট আপত্তি নাই, তাঁর নিকট কোন সরকারী পাওনা নাই এবং বিভাগীয় কোন মামলা নাই। এ বিষয়ে তিনি প্রতিকার চেয়ে কমিশনে একটি আবেদন করেন।

সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়কে বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে গৃহীত ব্যবস্থা কমিশনকে অবহিত করতে বলা হলে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রাক্তন পরিসংখ্যান কর্মকর্তা জনাব নাদিরের বিরুদ্ধে আনীত আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ, অডিট আপত্তি ও সরকারের আর্থিক পাওনা সংক্রান্ত না দাবীর বিষয়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো হতে প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর তাঁর অনুকূলে তাঁর প্রাপ্য পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুর করে বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হয়।

বৃদ্ধা মাকে ঘর থেকে বের করে দিল পুত্রঃ কমিশনের হস্তক্ষেপে পুত্র ক্ষমা চেয়ে মাকে ঘরে নিল (সুয়োমটো- ৫৫.১২.০০০. ১০৫.৩১.০০১.২০)

দৈনিক সমকাল পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায় নড়াইল শহরের কুরিগ্রাম এলাকার বাসিন্দা মৃত কালীপদ কুণ্ডুর স্ত্রী মায়া রানী কুণ্ডুকে বাড়ি ছাড়া করেছে তারই গর্ভজাত সন্তান দেব কুণ্ডু। বৃদ্ধা মায়া রানী কুণ্ডুর ভাষ্য অনুযায়ী, তার ৫ (পাঁচ) শতকের একটি জমি ছিল, যা দেব কয়েক লক্ষ টাকায় বিক্রি করে দেয় এবং তাকে দুর্ব্যবহার করে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। বৃদ্ধা মায়া রানী কুণ্ডু বয়স্ক ভাতাভোগী না হয়ে থাকলে অবিলম্বে তাঁকে ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩ অনুসারে অভিযুক্ত পুত্রের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে জেলা প্রশাসক, নড়াইল

বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তৎকালীন জেলা প্রশাসক নড়াইল এর নির্দেশে মায়া রাণী কুণ্ডুকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করে নড়াইল আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জেলা প্রশাসন, নড়াইল ও সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত রোগী কল্যান সমিতির মাধ্যমে ঔষধ ও সার্বিক চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ করা হয়। জেলা প্রশাসন হতে তার জন্য পরিধানের শাড়ি চাদর ও খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। তার পুত্র দেব কুন্ডুকে খুঁজে বের করা হলে পুত্র ও পুত্রবধু জানান যে, পারিবারিক ভুল বুঝাবুঝির কারণে এমনটা হয়েছে এবং এজন্য তারা ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চায়। তারা দুজনেই মায়া রাণী কুণ্ডুকে নিজেদের কাছে রেখে সেবা করার অঙ্গীকার করেন। মায়া রাণী কুণ্ডু নিজেও তার পুত্র ও পুত্রবধুর কাছে থাকার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং অন্য কোথাও যাবেন না মর্মে জানান। এ প্রেক্ষিতে মায়া রাণী কুণ্ডুকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়। প্রসঙ্গত মায়া রাণীকে নিয়মিতভাবে সরকারি বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া নগদ ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ও শীত বস্ত্র প্রদান করা হয়েছে এবং সাহায্য সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত আছে।

সহযোগিতা পেলেন শারীরিক প্রতিবন্ধকতা জয়কারী শাহিমা সুলতানা শেওতি (সুয়োমোটো- খু. ০৩/২১)

একাত্তর টেলিভিশনের 'সংবাদ বিস্তার'-এ প্রচারিত 'শারীরিক প্রতিবন্ধকতা জয় করে মাস্টার্স করেছেন শাহিমা সুলতানা শেওতি' শীর্ষক সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সাতক্ষীরা জেলার মৎস্যজীবী পিতার শারীরিক প্রতিবন্ধী কন্যা শাহিমা সুলতানা জন্ম থেকেই হাঁটতে পারেন না। তা সত্ত্বেও তিনি ২০১৬ সালে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন, কিন্তু এখনো তাঁর কোন কর্মসংস্থান হয়নি। চাকরি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী কোটার কোন সুবিধা না পাওয়ার কথাও জানিয়েছেন তিনি।

সরকারি অভিযোগের বিষয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সাতক্ষীরা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক শাহিমা সুলতানা শেওতিকে ইন্টারনেট ও তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ শেষে প্রয়োজনীয় ডিভাইস (ল্যাপটপ, মডেম, কীবোর্ড, মাউস) অনুদান হিসেবে সরবরাহ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মুজিববর্ষ উপলক্ষে শাহিমা সুলতানা শেওতিকে বাংলাদেশ এডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশন, সাতক্ষীরা জেলা শাখার অর্থায়নে ও ব্যবস্থাপনায় দুই কক্ষ বিশিষ্ট একটি আধাপাকা গৃহ প্রদান করা হয়েছে এবং ৬ মাসের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী ও পোশাক প্রদান করা হবে মর্মে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

শিকলমুক্ত হল তিন ছাত্র (অভি:যা:বা: নং-ঢা.৭৭/১৯)

এসএম রেজাউল করিম, পরিচালক ও আইন উপদেষ্টা, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), গত ০৬ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার অনলাইনে "লোহার শিকলে বাধাঁ ৩ কিশোরে শৈশব" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সংবাদ প্রতিবেদন মতে, ইফাদ, ইয়াসমিন ও আজিজুল নামে মাদ্রাসার হেফজখানার ৩ জন ছাত্রকে দিনের ২৪ ঘন্টা লোহার শিকলে তালাবন্দি করে রাখে মাদ্রাসার সুপার আরিফুল্লাহ। তাদের খাওয়া দাওয়া, লেখা পড়া, ঘুম সবই হচ্ছে এই তালাবদ্ধ অবস্থায়। ঘটনাটি ঘটেছে গাজিপুরের কালীগঞ্জ উপজেলাধীন তুমিলিয়া ইউনিয়নের ভাইয়া সৃতি হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানায়। এ অবস্থায়, তাদের মুক্ত পরিবেশে পড়া লেখা ও চলাফেরার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশনে আবেদন করা হয়।

অভিযোগের বিষয়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা কমিশনকে অবহিত করতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কালিগঞ্জ, গাজীপুর-কে বলা হলে তিনি একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করেন।

প্রতিবেদন মতে, অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায় এবং তৎপ্রেক্ষিতে-

১। অভিযোগে বর্ণিত ৩ (তিন) জন শিকল পরিহিত ছাত্রকে তাৎক্ষনিকভাবে শিকলমুক্ত করে স্ব-স্ব অভিভাবকের নিকট হস্তান্তর করা হয়,

২। ছাত্রদের প্রতি এ ধরণের অমানবিক আচরণ ও দায়িত্ব অবহেলার দায়ে মাদ্রাসার সুপারকে কমিটি কর্তৃক তাৎক্ষণিকভাবে ০২ (দুই) মাসের জন্য সাময়িক বরখাস্ত করা হয়,

৩। মাদ্রাসাটিতে ভবিষ্যতে যাতে ছাত্রদের সাথে এ ধরণের ঘটনাসহ সমাজ বা রাষ্ট্র বিরোধী যাতে কোন কার্যকলাপ সংঘটিত না হয় সে বিষয়ে তদারকিসহ সার্বিক বিষয় পর্যবেক্ষণের জন্য উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, কালীগঞ্জ, গাজীপুর, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ওয়ার্ড মেম্বারকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

কমিশনের মধ্যস্ততায় দাম্পত্য কলহের অবসান (অভি নং ঢা. ৫৩/২০)

মোছাঃ রাবেয়া (ছদ্মনাম) জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করেন যে, তার স্বামী সোহাগ আহমেদ একজন জুয়াড়ি, তিনি জুয়া খেলেন আবার কখনো কখনো নেশাগ্রস্ত হয়ে বাসায় ফিরেন। সংসার জীবনে অভিযোগকারী অনেক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। তার স্বামী তাকে শারীরিকভাবে অনেক নির্যাতন করেন এবং ঠিকমতো ভরনপোষণ দেন না। অভিযোগকারীর শাশুড়ী, ননদ এবং দেবরের উস্কানিতে তাকে নির্যাতন করা হয় এমনকি সম্প্রতি তাকে জীবননাশের হুমকিও দেয়া হয়েছে। অভিযোগকারী সোনালী ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা। শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতনের কারণে তিনি তার কর্মস্থলে বিভিন্ন সমস্যার শিকার হচ্ছেন। এ বিষয়ে অভিযোগকারী এ যাবৎ সংশ্লিষ্ট থানায় দু'টি জিডি করেও রেহাই পায়নি। এ অবস্থায়, অভিযোগকারী ভরনপোষণসহ নিরাপত্তার সহিত স্বাভাবিক জীবন-যাপনে কমিশনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, উভয়পক্ষের বক্তব্য আপোষ বেঞ্চ শ্রবণ করে। বেঞ্চের শুনানীর পর থেকে তিনি স্বামী জনাব সোহাগ আহমেদ এর সাথে একত্রে বসবাস করছেন এবং তাদের দাম্পত্য সম্পর্কে উন্নতি হয়েছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উল্লেখযোগ্য কিছু স্বতঃপ্রণোদিত অভিযোগ

আলামত নেই জানিয়ে ৮০ হাজার টাকায় ধর্ষণ অভিযোগের মীমাংসা (সুয়োমটো খু. ০৬/২১)

গত ০১ জুন, ২০২১ তারিখ বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকায় প্রকাশিত 'আলামত নেই জানিয়ে ৮০ হাজার টাকায় ধর্ষণ অভিযোগের মীমাংসা' শীর্ষক সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। সংবাদ থেকে জানা যায় যে, ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার রাখালগাছি ইউনিয়নের সুবিতপুর গ্রামে ৬ বছরের শিশুকে ধর্ষণের ঘটনায় স্থানীয় চেয়ারম্যান মহিদুল ইসলাম মন্টুর দ্বারস্থ হয় ভিকটিমের পরিবার। কিন্তু, চেয়ারম্যান ধর্ষণের কোনো আলামত নেই জানিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের সভাকক্ষে এক সালিশে প্রথমে অভিযুক্ত সেলিমকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেন এবং সেলিম টাকা দিতে রাজি না হলে শেষ পর্যন্ত ৮০ হাজার টাকায় মীমাংসা করা হয়। দ্রুততম সময়ের মধ্যে তদন্তপূর্বক মূল অভিযুক্তসহ সালিশ-মীমাংসায় জড়িতদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনকে অবহিত করতে পুলিশ সুপার, ঝিনাইদহকে বলা হয়েছে।

কুয়াকাটায় বেহাত হচ্ছে রাখাইনদের সম্পদ {ব. ০৪/২১(ক)}

গত ১৭ এপ্রিল, ২০২১ তারিখের সমকাল অনলাইনে প্রকাশিত 'কুয়াকাটায় বেহাত হচ্ছে রাখাইনদের সম্পদ' শীর্ষক সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, আদালতের নিষেধাজ্ঞা বা প্রশাসনের জারি করা ১৪৪ ধারা ভেঙে পর্যটন কেন্দ্র কুয়াকাটায় 'উন্নয়ন কার্যক্রম' চলছে। পৌরশহরের স্যুয়ারেজ ব্যবস্থা বন্ধ

করে বিহারসংলগ্ন জলাধার বালু ভরাটের পর সেমিপাকা ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। এতে স্থানীয় রাখাইনরা পুরোনো বৌদ্ধবিহার মঠটি দখলবাজিতে হারিয়ে যেতে পারে এমন আশঙ্কা করছেন। উল্লিখিত বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনকে অবহিত করতে জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালি-কে বলা হয়েছে।

নিরক্ষর কৃষকের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা (সুয়োমটো-ঢা.০৬/২১)

গত ১৪ মার্চ ২০২১ তারিখে যুগান্তর পত্রিকায় "নিরক্ষর কৃষকের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা" শিরোনাম এবং অন্যান্য গনমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয় যে, জমিসংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলার গজারিয়া গ্রামের নিরীহ কৃষক আবু জামানের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা হয়েছে। এ মামলায় গ্রেফতারের ভয়ে ৫ মাস যাবত ঘরছাড়া তিনি। কটিয়াদী পশ্চিমপাড়ায় বসবাসকারী মিজানুর রহমান শিকদার বাদী হয়ে বাজিতপুর উপজেলার বিলপাড় গজারিয়া গ্রামের আলাউদ্দিনের ছেলে বেড়াচ্ছেন।

প্রকাশিত সংবাদে আরো উল্লেখ করা হয় যে, কৃষক আবু জামানের স্ত্রী রেহানা খাতুন বলেন, তার স্বামী লেখাপড়া জানেন না, তার ফেসবুকও নাই, তিনি ফেসবুক চিনেন না। শুধুমাত্র তার স্বামীকে শায়েস্তা করতেই অন্য অচেনা এক ব্যক্তির ফেসবুকে কী লিখেছে- তা দিয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা মামলায় ফেলে তাকে হয়রানি করা হচ্ছে। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন মতে, একজন নিরক্ষর কৃষক যিনি ফেসবুক (সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম) কি সেটাই জানেন না, সেখানে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মত একটি স্পর্শকাতর মামলায় তাকে কেন আসামী করা হয়েছে তা কমিশনের নিকট বোধগম্য নয়। কেউ এই আইনের অপব্যবহার করে নিরপরাধ ব্যক্তিকে হয়রানি করছেন কিনা তা ক্ষতিয়ে দেখা আবশ্যক। এমতাবস্থায়, অভিযোগের বিষয়ে তদন্তপূর্বক অতিদ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনকে অবহিত করতে পুলিশ সুপার, কিশোরগঞ্জ-কে বলা হয়।

সাংবাদিক রোজিনাকে সচিবালয়ে হেনস্থার পর মামলা, নথি চুরির অভিযোগ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের (সুয়োমটো ঢা.১৪/২১)

গত ১৮ মে ২০২১ তারিখ দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় সাংবাদিক রোজিনাকে সচিবালয়ে হেনস্তার পর মামলা, নথি চুরির অভিযোগ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয় যে, অনুমতি ছাড়া করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিনের সরকারি নথির ছবি তোলার অভিযোগে দৈনিক প্রথম আলোর জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক রোজিনা ইসলামকে পাঁচ ঘণ্টা আটকে রাখার পর শাহবাগ থানায় দণ্ডবিধির ৩৭৯ ও ৪১১ ধারায় এবং অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টের ৩ ও ৫ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। এই মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। সোমবার (১৭ মে) রাত সাড়ে আটটার পরে শাহবাগ থানা পুলিশের একটি টিম সচিবালয় থেকে সাংবাদিক রোজিনা ইসলামকে নিয়ে যায়। প্রথম আলো সংবাদকক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রোজিনা ইসলাম পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য সোমবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে সচিবালয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে যান। তাকে সেখানে একটি কক্ষে ৫ ঘন্টা আটকে রাখা হয় এবং একপর্যায়ে সেখানে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

কমিশন মনে করে, দীর্ঘ সময় ধরে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিবের একান্ত সচিবের কক্ষে একজন সাংবাদিককে আটক রাখার বিষয়টি অত্যন্ত নিন্দনীয়। গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায় যে, রোজিনা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা না করে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা আটকে রাখা হয় যা অমানবিক বলে কমিশন মনে করে। এবিষয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব এর নিকট ব্যাখ্যা চাওয়া হয়।

শতাব্দী প্রাচীন শ্মশানে বন বিভাগের বাগান- মধুপুরের আদিবাসীরা বিক্ষুব্ধ (সুয়োমটো ঢা.১৬/২১)

গত ২৯ মে ২০২১ তারিখ দৈনিক সমকাল পত্রিকায় 'শতাব্দী প্রাচীন শ্মশানে বন বিভাগের বাগান- মধুপুরের আদিবাসীরা

বিক্ষুব্ধ' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয় যে, সাংসারেকদের শত বছরের পুরোনো শ্মশানে গড়ে তোলা হচ্ছে বন বিভাগের গাছপালার সংগ্রহশালা, যা আরবোরেটাম নামে পরিচিত। গারোদের আদি ধর্মের নাম সাংসারেক। সর্বত্র গারো বলে পরিচিত হলেও তারা নিজেদের মান্দি বলে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, কথা বলে আচিক ভাষায়। সাংসারেকদের সংখ্যাও এখন হাতেগোনা। তবে সাংসারেক ধর্মাবলম্বী জনিক নকরেক একা নন, বর্তমানে জন্মগতভাবে সাংসারেক নয়, এমন গারোরাও চায় পূর্বপুরুষের স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষণ করা হোক। অথচ এখানে বাদ সেধে বসেছে বন বিভাগ। তাদের প্রকল্পে থাকা আরবোরেটাম (গাছপালার সংগ্রহশালা) বাগানের জায়গার মধ্যে পড়েছে মধুপুরের অরণখোলা ইউনিয়নের টেলকী গ্রামে মান্দিদের দেড়শ বছরের পুরোনো শ্মশান। মান্দিরা এই শ্মশানকে বলে 'মাংরুদাম'। তাদের কাছে এটি খুবই পবিত্র স্থান। অথচ কয়েকজন মান্দি নেতার যোগসাজশে বাগানের সীমানাপ্রাচীর দ্রুত নির্মাণ করতে তৎপর বন বিভাগ। এই যখন পরিস্থিতি, তখন মাংরুদামকে ঘিরে বন বিভাগের কর্মকাণ্ডে মধুপুর অঞ্চলের মান্দিদের ১৩টি গ্রামের মানুষের মধ্যে তুমুল অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। তারা পূর্বপুরুষদের স্মৃতিচিহ্ন মেশা এই মাটির একটি কণাও ছাড়তে নারাজ।

তবে আরবোরেটামের ভেতরে শ্মশান আছে- বিষয়টি তখন কেউ জানায়নি উল্লেখ করে টাঙ্গাইলের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ও প্রকল্প পরিচালক ড. মোহাম্মদ জহিরুল হক বলেন, 'গারো নেতারা অনাপত্তি জানানোর পর তারা কাজ শুরু করেছে। এখন সীমানা প্রাচীর করতে যাওয়ায় আপত্তি উঠেছে।'

ঘটনার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মান্দিদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে মান্দি নেতাদের যোগসাজশে বাগানের সীমানা প্রাচীর দ্রুত নির্মাণ করতে তৎপর বন বিভাগ। অন্যদিকে বন বিভাগের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে আরবোরেটামের ভেতরে শ্মশান আছে- বিষয়টি তখনও কেউ জানায়নি। এ ঘটনার সঠিক তদন্ত হওয়া আবশ্যক। এবং তদন্তে মান্দিদের শতাব্দী প্রাচীন শ্মশানের দাবিটি সঠিক থাকলে বন বিভাগের স্থাপনা নির্মাণ দ্রুত বন্ধ করতে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন মর্মে কমিশন মনে করে। এ অবস্থায়, উল্লিখিত ঘটনার বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে অনুসন্ধানপূর্বক প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনকে অবহিত করতে জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল-কে বলা হয়।

ভারত, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপে মানবপাচারের ভয়ংকর ও নিদারুণ দৃশ্য (সুয়োমটো ঢা.১৭/২১)

বিগত কিছুদিন যাবত ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার ধারাবাহিক প্রতিবেদনে উঠে আসছে ভারত, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপে মানবপাচারের ভয়ংকর ও নিদারুণ দৃশ্য, এলএসডি নামক মাদকের করাল থাবা ও অবাধ পর্নোগ্রাফির সুযোগ- যার বলি হচ্ছে আমাদের তরুণ প্রজন্ম। এ সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, ভারত, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপে মানবপাচার হচ্ছে। আর প্রলোভনে পড়ে ফাঁদে পা দিচ্ছেন বাংলাদেশের অনেক মেয়ে এবং নানাবয়সী পুরুষ। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যে, সাতক্ষীরা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আন্তর্জাতিক মানব পাচার চক্রের যোগসাজসে বাংলাদেশী তরুণীদের ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পাচার করে দেওয়া হচ্ছে। পাচার করার পর কোলকাতায় বাংলাদেশী তরুণীদের একটি নকল আধার কার্ড দেওয়া হয়। এছাড়াও উচ্চ বেতনের চাকরীর সুযোগের কথা বলে নারী ও পুরুষদের ইউরোপেও পাচার করে দেওয়া হচ্ছে। মূলত পাচারের উদ্দেশ্যে মধ্যপ্রাচ্যের ৮টি দেশে তাদের নেওয়া হচ্ছে এবং বিভিন্নভাবে নির্যাতন করে মুক্তিপণ আদায় করা হচ্ছে। অমানবিক শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তানসহ দেশে ফিরে আসছেন অসহায় নারীরা। যার ভুক্তভোগী হচ্ছে পুরো পরিবার। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের একঘরে করে রাখা হচ্ছে। অনেকে

পরিবারের সম্মানের কথা ভেবে পিতা-মাতার পরিচয় গোপন রেখে আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নিচ্ছেন। মানব পাচার বিষয়টি নতুন নয়। মানব পাচার ঠেকাতে ২০১২ সালে একটি কঠোর আইন প্রণয়ন করা হলেও এই অপরাধ দিনের পর দিন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। এর সাথে মাদকদ্রব্যের তালিকায় বাংলাদেশে নতুন করে যুক্ত হয়েছে এলএসডি নামক ভয়ানক মরণ নেশা। এর ফলে আমাদের তরুণ প্রজন্ম আজ ধ্বংসের মুখে। সাম্প্রতিক সময়ে আলোচিত 'টিকটক' পার্টির নামে তরুণ প্রজন্ম যে অভিনব উন্মত্ত খেলায় মেতে উঠেছে তা তরুণ সমাজকে অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে। গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে যাচ্ছে আমাদের সমাজ। যা অত্যন্ত উদ্বেগের ও মানবিক বিপর্যয়ের বিষয় হয়ে উঠছে। মাদক, মানব পাচার ও পর্নোগ্রাফির মত বিষয় গুলো ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এমতাবস্থায়, মাদক, মানব পাচার ও পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণে আনা প্রয়োজন মর্মে কমিশন মনে করে।

উপরোক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেঃ

- কমিশন মনে করে এই অপরাধ প্রবণতা ঠেকাতে পুলিশ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। জনগণের রক্ষা কর্তা হচ্ছে পুলিশ বাহিনী। অপরাধ নিয়ন্ত্রণে পুলিশ অসহায় অনুভব করলে সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীনতা বোধ করবে। এমতাবস্থায়, মাদক ও মানব পাচার নিয়ন্ত্রণে সম্ভাব্য রুটগুলোতে পুলিশের নজরদারি ও বিট পুলিশিং কার্যক্রম বাড়াতে সিনিয়র সচিব, জন নিরাপত্তা বিভাগকে বলা হয়।

- মাদক, মানব পাচার ও পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণে আরও ব্যাপক জনসচেতনতা দরকার। সচেতনতা, দৃঢ় পারিবারিক বন্ধন, সামাজিক প্রতিরোধ ও প্রশাসনের কঠোর নজরদারী পারে এই অপরাধ প্রবণতা ঠেকাতে। এ বিষয়ে তৃণমূল পর্যায়ে সচেতনতা ও নজরদারি বাড়াতে প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দিতে সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কে বলা হয়।

- বিভিন্ন রিক্রুটিং এজেন্সি ও দালালদের প্রতারণার শিকার হচ্ছে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। রিক্রুটিং এজেন্সি ও দালাদের প্রতারণা বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কে বলা হয়।

- মানব পাচার নিয়ন্ত্রণে বিচার প্রক্রিয়া আরও তরান্বিত হওয়া উচিত মর্মে কমিশন মনে করে। কারণ মানব পাচারের ঘটনায় দায়েরকৃত মামলায় বিচারের হার অত্যন্ত নগন্য। মানব পাচারের ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার বিচারের প্রক্রিয়া তরান্বিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ কে বলা হয়।

- আন্তর্জাতিক এই অপরাধ নিয়ন্ত্রণে গন্তব্য দেশগুলোর সাথে যৌথভাবে কাজ করার জন্য সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কে বলা হয়।

- তথ্য-প্রযুক্তির অবাধ প্রবাহের সুযোগে এক ধরনের অসাধু ব্যবসায়ী অত্যন্ত অনৈতিকভাবে পর্নোগ্রাফি প্রদর্শন করার ফলে তরুণ প্রজন্মের নৈতিক ও চারিত্রিক স্খলণ ঘটছে। যার কারণে তরুণ প্রজন্ম কিশোর গ্যাং এর মতো বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে বিপথগামী হচ্ছে। বাংলাদেশের ওয়েবসাইট গুলোতে অবাধ পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রন কমিশন কে বলা হয়।

- ভারতে পাচার হওয়া তরুণীদের যে আধার কার্ড দেওয়া হচ্ছে তা কিভাবে আসে এবং এখানে ভারতের কারা জড়িত তা অনুসন্ধানের প্রয়োজন। এমতাবস্থায়, বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিউ দিল্লি, ভারতে নিযুক্ত মান্যবর হাইকমিশনার, বাংলাদেশ হাইকমিশন কে বলা হয়।

ফটো গ্যালারী

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯
সংশোধন বিষয়ক পরামর্শ সভা

সুনামগঞ্জ কারাগার ও শিশু পরিবার পরিদর্শন

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে
জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আয়োজিত অনলাইন আলোচনা সভা

গত ১৮-২০ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ জেনেভা ভিত্তিক আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠান UPR Info জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাথে ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউ (ইউপিআর) প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ ও প্রতিবেদন প্রস্তুতির লক্ষ্যে ভার্চুয়ালি একটি কর্মশালা আয়োজন করে।

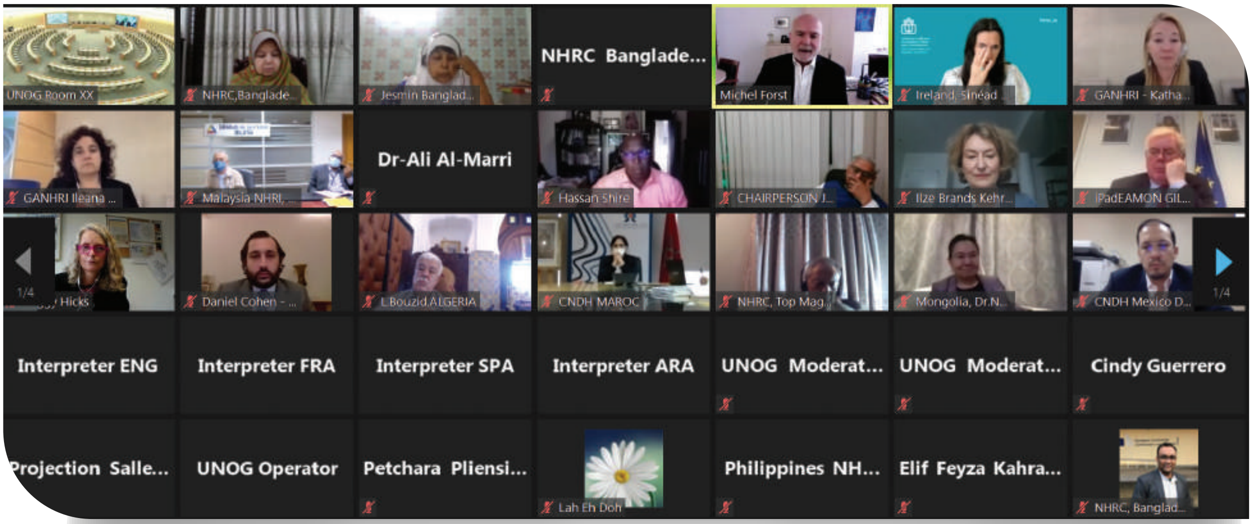

গত ২৯ জুন ২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত *GANHRI Annual Conference* এ
মাননীয় চেয়ারম্যান, মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য এবং সম্মানিত সদস্য জেসমিন আরা বেগম অংশগ্রহণ করেন।

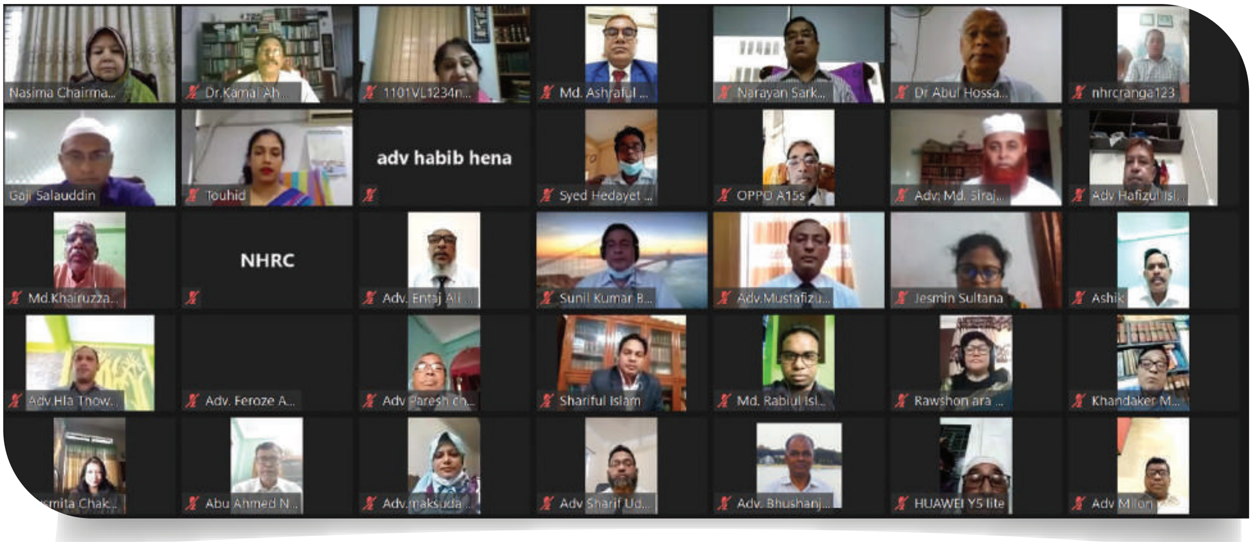

কমিশনের প্যানেল আইনজীবীদের সাথে সভা

মানবাধিকার
সবার জন্য
সবখানে
সমানভাবে

সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র-১৯৪৮

১. জন্ম থেকেই বেঁচে থাকার সম্মানজনক অধিকার
২. কারো প্রতি কোন বৈষম্য নয়
৩. স্বাধীন ও নিরাপদ জীবনের অধিকার
৪. কোন প্রকার দাসত্ব নয়
৫. নিষ্ঠুর নির্যাতন, অবমাননাকর আচরণ নিষিদ্ধ
৬. মানুষ হিসেবে পৃথিবীর সর্বত্র সমান অধিকার
৭. আইনের চোখে সবাই সমান
৮. বিচার আদালতে প্রতিকার লাভের অধিকার
৯. বেআইনিভাবে আটক বা দেশ থেকে নির্বাসন নয়
১০. নিরপেক্ষ বিচার লাভের অধিকার
১১. আদালতে দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ
১২. ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সুরক্ষার অধিকার
১৩. নিজ দেশে স্বাধীনভাবে চলাচলের অধিকার
১৪. নিজ দেশে নির্যাতিত হওয়ার আশংকা থাকলে ভিন্ন দেশে আশ্রয় লাভের অধিকার
১৫. জাতীয়তা লাভের অধিকার
১৬. বিবাহ এবং পরিবার গঠনের অধিকার
১৭. সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার
১৮. ধর্ম, বিবেক ও চিন্তার স্বাধীনতার অধিকার
১৯. মত প্রকাশের স্বাধীনতা
২০. শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশ ও সমিতি গঠনের অধিকার
২১. গণতান্ত্রিক অধিকার
২২. সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার
২৩. স্বাধীনভাবে কাজ বেছে নেয়ার অধিকার
২৪. বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার
২৫. খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সেবা প্রাপ্তির অধিকার
২৬. সবার জন্য শিক্ষার অধিকার
২৭. মেধাসত্ব সংরক্ষণের অধিকার
২৮. মুক্ত বিশ্বে সকলের অংশীদারিত্বের অধিকার
২৯. অন্যের অধিকার সুরক্ষায় নিজের দায়িত্ব
৩০. মানবাধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
নবম তলা, বিটিএমসি ভবন,৭-৯
কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

হেল্প লাইনঃ ১৬১০৮
ই-মেইলঃ info@nhrc.org.bd
ওয়েব সাইটঃ www.nhrc.org.bd

৮ বিভাগের জানুয়ারী-জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট অভিযোগ

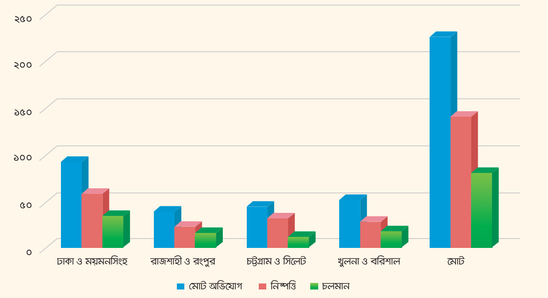

৮ বিভাগের জানুয়ারী-জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট সুয়োমোটো অভিযোগ

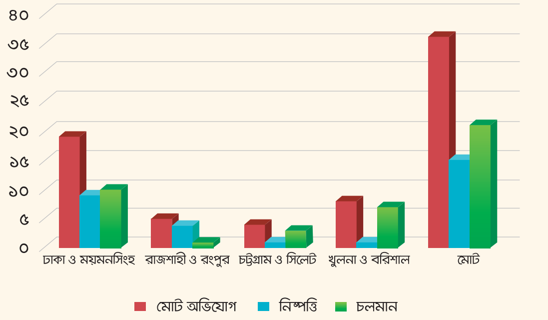

মোট অভিযোগ ২৬২

নিষ্পত্তি ১৫৬

চলমান ১০২

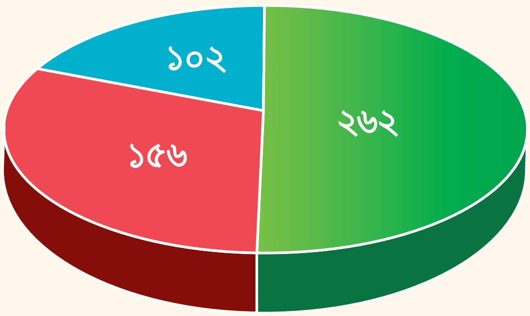

উপদেষ্টা মন্ডলী

প্রধান উপদেষ্টা

নাছিমা বেগম, এনডিসি

উপদেষ্টা

ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ

তৌফিকা করিম

চিংকিউ রোয়াজা

জেসমিন আরা বেগম

মিজানুর রহমান খান

সহযোগী সম্পাদক

ফারহানা সাঈদ, জনসংযোগ কর্মকর্তা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ

বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা)

০৭-০৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫

পিএবিএক্সঃ ০২ ৫৫০১৩৭২৬-২৮

হেল্পলাইনঃ ১৬১০৮

E-mail: info@nhrc.org.bd ; Website: www.nhrc.org.bd

Supported by

Supported by Switzerland

Sweden Sverige

UNDP